मन की बात 100

MANN KI BAAT 100

মন কি বাত

অধ্যায়-12

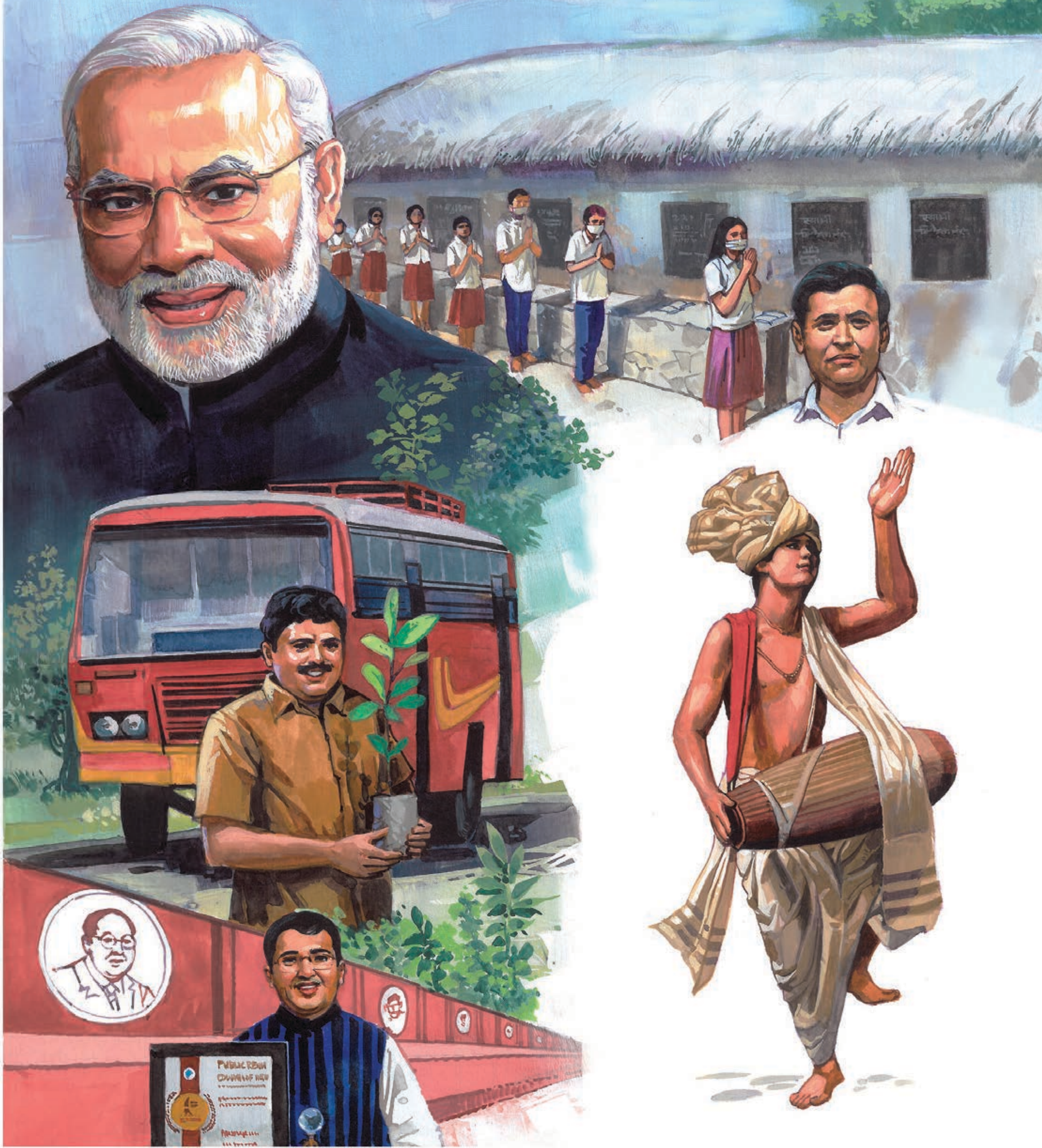

MANN KI BAAT
VOL.12

Authors
Sarda Mohan and Tanushree Banerji

Illustrations and Cover Art
Dilip Kadam

Assistant Artist
Ravindra Mokate

Production
Amar Chitra Katha

Colourists
Prakash Sivan, M.P. Rageeven and Prajeesh V. P.

Layout Artist
Akshay Khadilkar

Published by
Amar Chitra Katha Pvt. Ltd

BENGALI

ISBN – 978-93-6127-270-7

Amar Chitra Katha Pvt. Ltd, March 2024

© Ministry of Culture, Govt of India, March 2024
All rights reserved. This book is sold subject to the condition that the publication may not be reproduced, stored in a retrieval system (including but not limited to computers, disks, external drives, electronic or digital devices, e-readers, websites), or transmitted in any form or by any means (including but not limited to cyclostyling, photocopying, docutech or other reprographic reproductions, mechanical, recording, electronic, digital versions) without the prior written permission of the publisher, nor be otherwise circulated in any form of binding or cover other than that in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.

You can now get ACK stories as part of your classroom with **ACK Learn**, a unique learning platform that brings these stories to your school with a range of workshops. Find out more at **www.acklearn.com** or write to us at **acklearn@ack-media.com**.

প্রিয় শিশুরা,

প্রতিকূলতা জীবনের একটি অনিবার্য অংশ। এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে প্রতিকূলতা নয় বরং প্রতিকূলতার প্রতি তোমার প্রতিক্রিয়াই তোমার জীবনের গতিপথ নির্ধারণ করে। একটি কঠিন পরিস্থিতির মানে হল ভয় কাটিয়ে ওঠার এবং সর্বোচ্চ সম্ভাবনায় পৌঁছানোর একটি সুযোগ।

সন্ত্রাসবাদী হামলায় কাশ্মীরের জাভেদ আহমেদ তাকের মেরুদণ্ডে গুলি লেগেছিল। নিজের ভাগ্যকে অভিশাপ না দিয়ে তিনি প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষায় ব্রতী হয়েছেন।

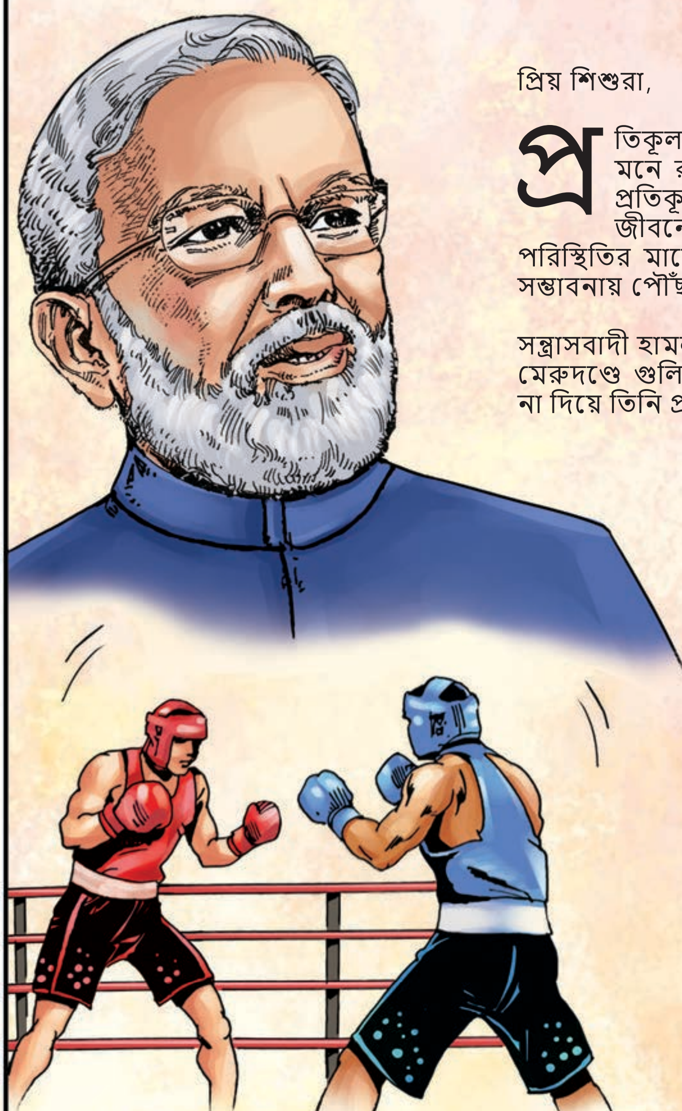

লং জাম্প অ্যাথলিট মুরালি শ্রীশঙ্কর অসুস্থতার সঙ্গে লড়াই করে জিতেছেন।

আমি পারব- এই মনোভাব সম্ভবত যে কোনো বাধার মুখে আমাদের সবচেয়ে বড় শক্তি। আকাশ গোর্খার কথাই ধরা যাক, সাধারণ পরিবারের একজন নিরাপত্তারক্ষীর ছেলে, যে বিশ্ব বিখ্যাত বক্সার হওয়ার পথে।

আমি আশা করি এই গল্পগুলি মানব আত্মার প্রতি তোমাদের বিশ্বাসকে শক্তিশালী করবে এবং তোমাকে শেখাবে যে কখনও কখনও চ্যালেঞ্জ এবং সুযোগের মধ্যে পার্থক্য কেবল দৃষ্টিভঙ্গির উপর নির্ভর করে।

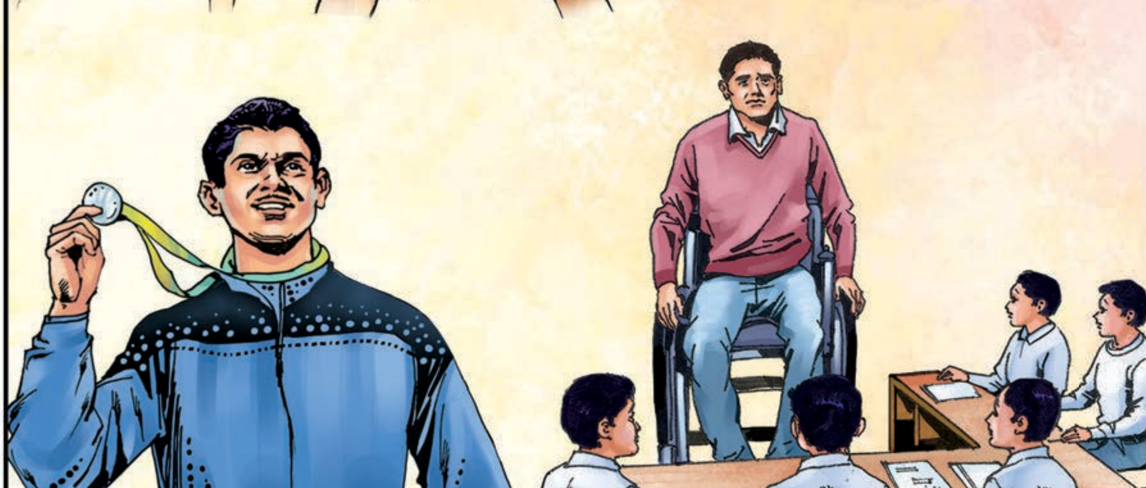

সূচীপত্র

1	আকাশ রমেশ গোর্খা	3
2	অতুল পাটিদার	5
3	ডাঃ. সপন কুমার পত্রলেখ	8
4	জাভেদ আহমেদ তাক	11
5	এম. যোগনাথন	14
6	মুরালি শ্রীশঙ্কর	17
7	পুণ্যম পুনকাবনম	20
8	রাম কুমার জোশী	23
9	সাইখোম সুরচন্দ্র সিং	26
10	সন্তোষ সিং নেগি	28
11	ইয়ুথ ফর পরিবর্তন	30

আকাশ রমেশ গোর্খা

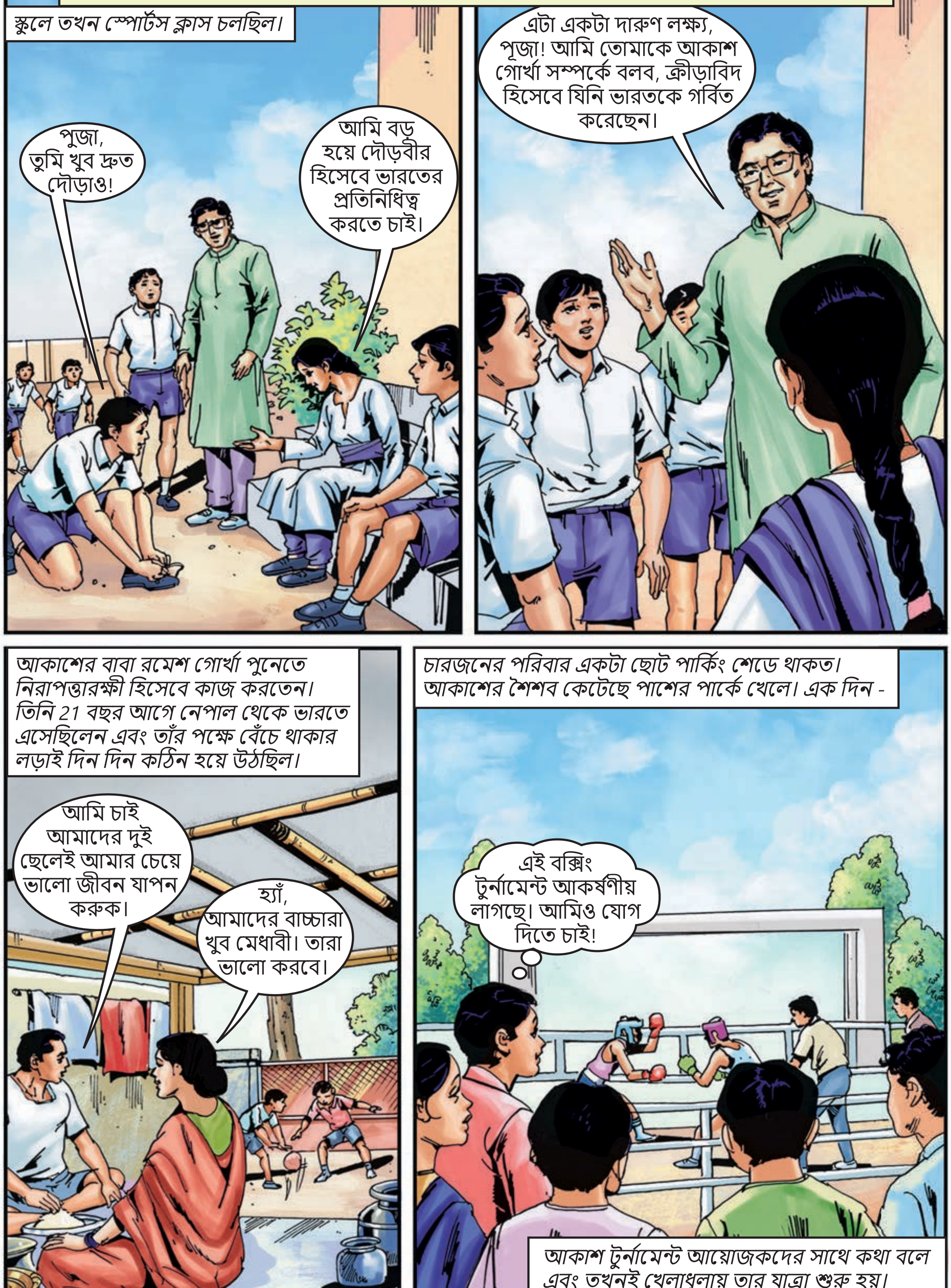
স্কুলে তখন স্পোর্টস ক্লাস চলছিল।
পুজা, তুমি খুব দ্রুত দৌড়াও!
আমি বড় হয়ে দৌড়বীর হিসেবে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করতে চাই।
এটা একটা দারুণ লক্ষ্য, পূজা! আমি তোমাকে আকাশ গোর্খা সম্পর্কে বলব, ক্রীড়াবিদ হিসেবে যিনি ভারতকে গর্বিত করেছেন।
আকাশের বাবা রমেশ গোর্খা পুনেতে নিরাপত্তারক্ষী হিসেবে কাজ করতেন। তিনি 21 বছর আগে নেপাল থেকে ভারতে এসেছিলেন এবং তাঁর পক্ষে বেঁচে থাকার লড়াই দিন দিন কঠিন হয়ে উঠছিল।
আমি চাই আমাদের দুই ছেলেই আমার চেয়ে ভালো জীবন যাপন করুক।
হ্যাঁ, আমাদের বাচ্চারা খুব মেধাবী। তারা ভালো করবে।
চারজনের পরিবার একটা ছোট পার্কিং শেডে থাকত। আকাশের শৈশব কেটেছে পাশের পার্কে খেলে। এক দিন -
এই বক্সিং টুর্নামেন্ট আকর্ষণীয় লাগছে। আমিও যোগ দিতে চাই!
আকাশ টুর্নামেন্ট আয়োজকদের সাথে কথা বলে এবং তখনই খেলাধুলায় তার যাত্রা শুরু হয়।

সেই সময়ে, একজন বক্সিং কোচ, উমেশ জগদালে, আকাশকে তার বন্ধুদের সাথে অনুশীলন করতে দেখেন।
ছেলেটির রিফ্লেক্স খুব ভাল। ওর স্বাভাবিক প্রতিভা আছে।
কোচ আকাশের বাবা-মায়ের সাথে কথা বলেন এবং তারা খুবই সহায়ক ছিলেন। 2010 সালে মহারাষ্ট্র ইনস্টিটিউট অফ গেমস অ্যান্ড স্পোর্টসে তিনি আকাশকে প্রশিক্ষণ দেওয়া শুরু করেন।
যে কোনো খেলার জন্য একাগ্রতা ও শৃঙ্খলার প্রয়োজন। শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের জন্য তোমাকে অবশ্যই কঠোর পরিশ্রম করতে ইচ্ছুক হতে হবে।
হ্যাঁ, স্যার! আমি আমার সবটুকু অর্পণ করব।
তার প্রশিক্ষকের নির্দেশনায় এবং তার বাবা-মায়ের সমর্থনে, আকাশ তার প্রতিভাকে পূর্ণ করার জন্য কঠোর পরিশ্রম করেন এবং শীঘ্রই, তিনি পেশাদার প্রতিযোগিতা শুরু করেন।
তিনি 2017 সালে জুনিয়র ন্যাশনালসে একটি রৌপ্য পদক এবং 2018 খেলো ইন্ডিয়া প্রতিযোগিতায় একটি ব্রোঞ্জ পদক জিতেছিলেন। এরপর শীঘ্রই -
বাবা, অনুমান করো তো কী? আমি আর্মি ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে ভর্তি হয়েছি।
এটা আশ্চর্যজনক খবর! এখন তুমি আরও ভাল সুবিধা এবং প্রশিক্ষকদের সাহায্য পাবে।
এখন আর কেউ তোমাকে থামাতে পারবে না, সোনা।
তারপর থেকে, আকাশ জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক উভয় প্রতিযোগিতায় বেশ কয়েকটি পুরস্কার জিতেছেন, ভারতকে গর্বিত করেছেন এবং আরও জয়ের জন্য প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন।
প্রধানমন্ত্রী মোদিও তাঁর রেডিও শো মন কি বাত-এ আকাশের দৃঢ়সংকল্প এবং সাফল্যের প্রশংসা করেছেন।

অতুল পাটিদার

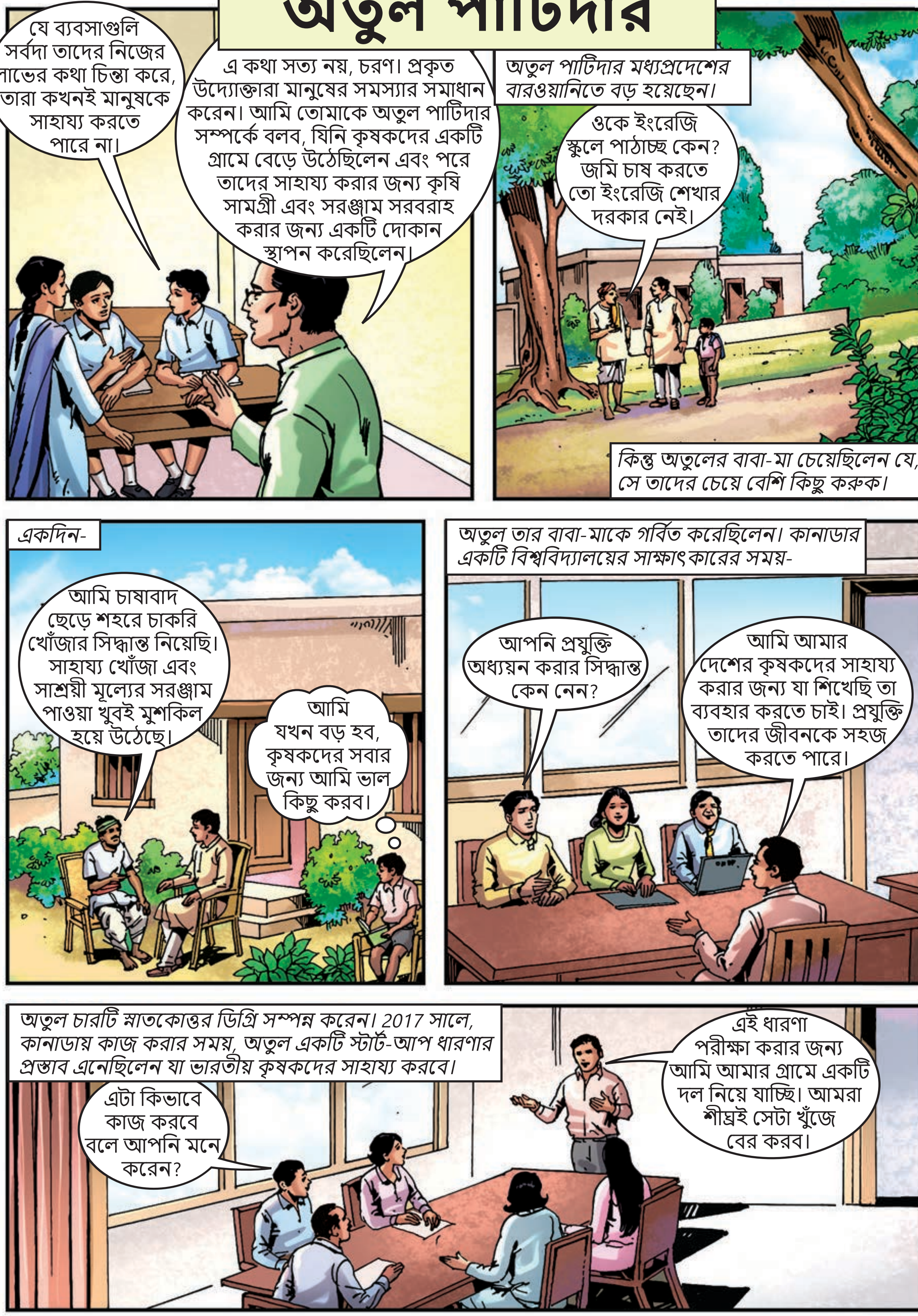

যে ব্যবসাগুলি সর্বদা তাদের নিজের লাভের কথা চিন্তা করে, তারা কখনই মানুষকে সাহায্য করতে পারে না।
এ কথা সত্য নয়, চরণ। প্রকৃত উদ্যোক্তারা মানুষের সমস্যার সমাধান করেন। আমি তোমাকে অতুল পাটিদার সম্পর্কে বলব, যিনি কৃষকদের একটি গ্রামে বেড়ে উঠেছিলেন এবং পরে তাদের সাহায্য করার জন্য কৃষি সামগ্রী এবং সরঞ্জাম সরবরাহ করার জন্য একটি দোকান স্থাপন করেছিলেন।
অতুল পাটিদার মধ্যপ্রদেশের বারওয়ানিতে বড় হয়েছেন।
ওকে ইংরেজি স্কুলে পাঠাচ্ছ কেন? জমি চাষ করতে তো ইংরেজি শেখার দরকার নেই।
কিন্তু অতুলের বাবা-মা চেয়েছিলেন যে, সে তাদের চেয়ে বেশি কিছু করুক।
একদিন-
আমি চাষাবাদ ছেড়ে শহরে চাকরি খোঁজার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। সাহায্য খোঁজা এবং সাশ্রয়ী মূল্যের সরঞ্জাম পাওয়া খুবই মুশকিল হয়ে উঠেছে।
আমি যখন বড় হব, কৃষকদের সবার জন্য আমি ভাল কিছু করব।
অতুল তার বাবা-মাকে গর্বিত করেছিলেন। কানাডার একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাক্ষাৎকারের সময়-
আপনি প্রযুক্তি অধ্যয়ন করার সিদ্ধান্ত কেন নেন?
আমি আমার দেশের কৃষকদের সাহায্য করার জন্য যা শিখেছি তা ব্যবহার করতে চাই। প্রযুক্তি তাদের জীবনকে সহজ করতে পারে।
অতুল চারটি স্নাতকোত্তর ডিগ্রি সম্পন্ন করেন। 2017 সালে, কানাডায় কাজ করার সময়, অতুল একটি স্টার্ট-আপ ধারণার প্রস্তাব এনেছিলেন যা ভারতীয় কৃষকদের সাহায্য করবে।
এটা কিভাবে কাজ করবে বলে আপনি মনে করেন?
এই ধারণা পরীক্ষা করার জন্য আমি আমার গ্রামে একটি দল নিয়ে যাচ্ছি। আমরা শীঘ্রই সেটা খুঁজে বের করব।

অতুল এবং তার দল বারওয়ানিতে 6,000 কৃষকদের সাথে তাদের মুশকিলগুলি বোঝার জন্য সময় কাটান। এর পরে -
আমরা ফার্মকার্ট চালু করতে পেরে আনন্দিত। এটি একটি অনলাইন ফার্ম সুপারস্টোর যেখানে আপনি বীজ, সার, কীটনাশক অর্ডার করতে পারেন এবং এমনকি চাষের পরামর্শও পেতে পারেন৷
অতুলের ঘোষণায় তার গ্রামে মিশ্র প্রতিক্রিয়া হয়েছিল।
আমরা প্রযুক্তি সম্পর্কে কিছুই জানি না। আমরা অনেকেই শিক্ষিতও নই।
আমাদের দল আপনাকে ফার্মকার্টে নিবন্ধীকরণে সাহায্য করবে। যখন আপনি আপনার প্রয়োজনীয় জিনিসটি দেখতে পাবেন, তখন সেটির পাশের বাক্সটিতে আলতো চাপ দিন৷ এটা খুবই সহজ।
নিবন্ধীকরণের সময়-
আমরা কীভাবে জানবো যে আপনি আমাদের তথ্যের অপব্যবহার করবেন না?
আপনাকে একটি অনন্য শনাক্তকরণ কোড দেওয়া হবে যা শুধুমাত্র আপনিই ব্যবহার করতে পারবেন। আপনার সমস্ত তথ্য সেখানে সংরক্ষণ করা হবে।
অতুল ভাই, কত তাড়াতাড়ি আমরা আমাদের পণ্য পাব? আর কোথায় সেগুলি সংগ্রহ করতে যেতে হবে?
আপনি একটি বোতামে ক্লিক করে খুব সহজেই অনলাইনে কেনাকাটা করতে এবং অর্থ প্রদান করতে পারেন। অর্ডার করার 36 ঘন্টার মধ্যে সমস্ত পণ্য আপনার বাড়িতে পৌঁছে দেওয়া হবে।
আমার ক্ষেতের জন্য সবকিছু পেতে আমাকে বাজারে সারা দিন কাটাতে হবে না। বা আমাকে নগদও বহন করতে হবে না।
হ্যাঁ, আপনি বাজারের দামের চেয়ে কম দামে সহজে এবং ঝুঁকি ছাড়াই কেনাকাটা করতে পারেন।
আশেপাশের এলাকায় উচ্চ চাহিদা মেটাতে বারওয়ানিতে প্রথম ফার্মকার্ট ডিজিটাল স্টোর খোলা হয়েছিল।

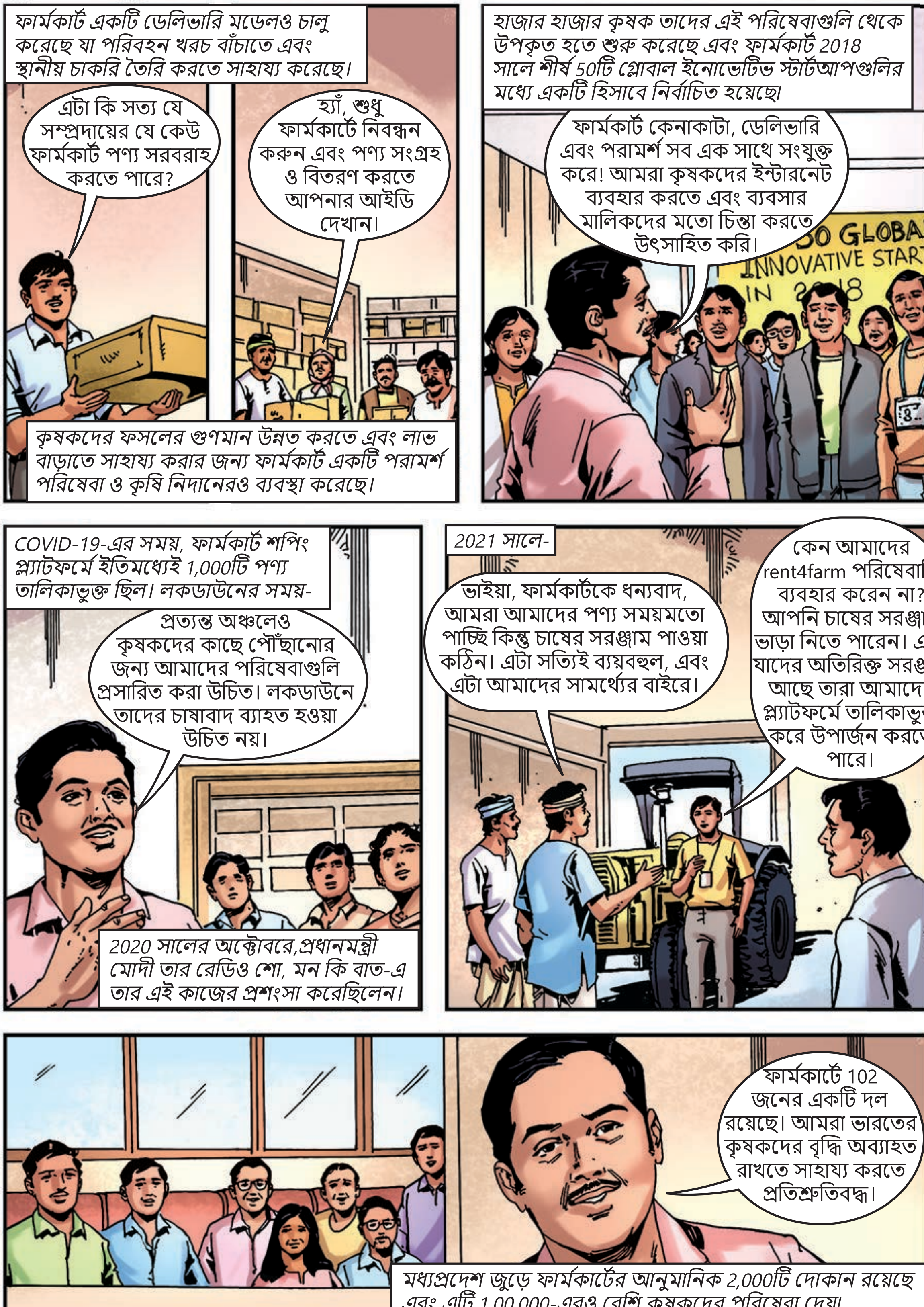
ফার্মকার্ট একটি ডেলিভারি মডেলও চালু করেছে যা পরিবহন খরচ বাঁচাতে এবং স্থানীয় চাকরি তৈরি করতে সাহায্য করেছে।
এটা কি সত্য যে সম্প্রদায়ের যে কেউ ফার্মকার্ট পণ্য সরবরাহ করতে পারে?
হ্যাঁ, শুধু ফার্মকার্টে নিবন্ধন করুন এবং পণ্য সংগ্রহ ও বিতরণ করতে আপনার আইডি দেখান।
কৃষকদের ফসলের গুণমান উন্নত করতে এবং লাভ বাড়াতে সাহায্য করার জন্য ফার্মকার্ট একটি পরামর্শ পরিষেবা ও কৃষি নিদানেরও ব্যবস্থা করেছে।
হাজার হাজার কৃষক তাদের এই পরিষেবাগুলি থেকে উপকৃত হতে শুরু করেছে এবং ফার্মকার্ট 2018 সালে শীর্ষ 50টি গ্লোবাল ইনোভেটিভ স্টার্টআপগুলির মধ্যে একটি হিসাবে নির্বাচিত হয়েছে।
ফার্মকার্ট কেনাকাটা, ডেলিভারি এবং পরামর্শ সব এক সাথে সংযুক্ত করে! আমরা কৃষকদের ইন্টারনেট ব্যবহার করতে এবং ব্যবসার মালিকদের মতো চিন্তা করতে উৎসাহিত করি।
COVID-19-এর সময়, ফার্মকার্ট শপিং প্ল্যাটফর্মে ইতিমধ্যেই 1,000টি পণ্য তালিকাভুক্ত ছিল। লকডাউনের সময়-
প্রত্যন্ত অঞ্চলেও কৃষকদের কাছে পৌঁছানোর জন্য আমাদের পরিষেবাগুলি প্রসারিত করা উচিত। লকডাউনে তাদের চাষাবাদ ব্যাহত হওয়া উচিত নয়।
2020 সালের অক্টোবরে,প্রধানমন্ত্রী মোদী তার রেডিও শো, মন কি বাত-এ তার এই কাজের প্রশংসা করেছিলেন।
2021 সালে-
ভাইয়া, ফার্মকার্টকে ধন্যবাদ, আমরা আমাদের পণ্য সময়মতো পাচ্ছি কিন্তু চাষের সরঞ্জাম পাওয়া কঠিন। এটা সত্যিই ব্যয়বহুল, এবং এটা আমাদের সামর্থ্যের বাইরে।
কেন আমাদের rent4farm পরিষেবাটি ব্যবহার করেন না? আপনি চাষের সরঞ্জাম ভাড়া নিতে পারেন। এবং যাদের অতিরিক্ত সরঞ্জাম আছে তারা আমাদের প্ল্যাটফর্মে তালিকাভুক্ত করে উপার্জন করতে পারে।
ফার্মকার্টে 102 জনের একটি দল রয়েছে। আমরা ভারতের কৃষকদের বৃদ্ধি অব্যাহত রাখতে সাহায্য করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।
মধ্যপ্রদেশ জুড়ে ফার্মকার্টের আনুমানিক 2,000টি দোকান রয়েছে এবং এটি 1,00,000-এরও বেশি কৃষকদের পরিষেবা দেয়।

ডাঃ. সপন কুমার পত্রলেখ

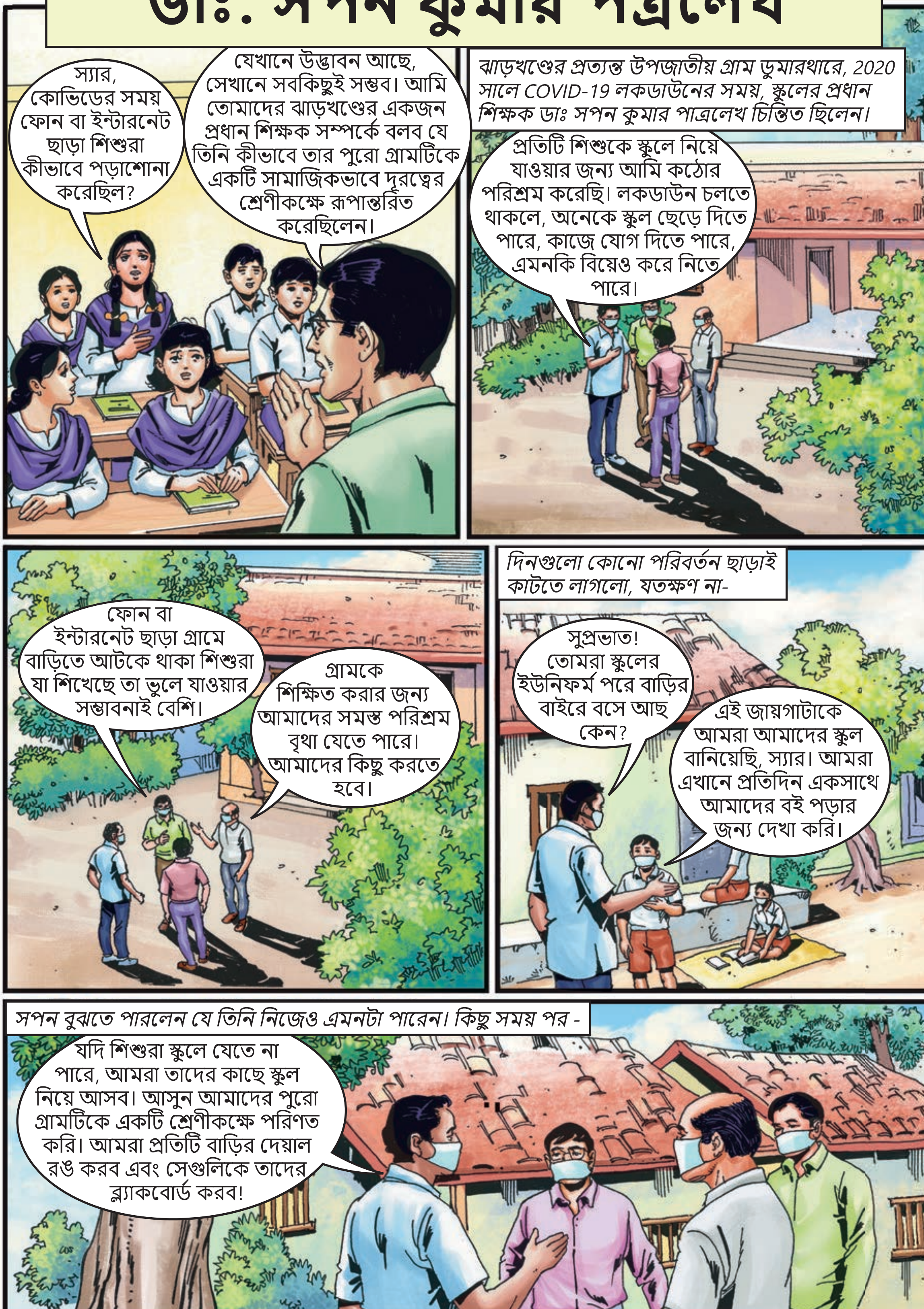

কিন্তু আমাদের স্কুলে 290 জন শিশু আছে এবং আমরা মাত্র চারজন শিক্ষক, স্যার। আমরা কিভাবে পরিচালনা করব?
ক্লাসের জন্য গ্রামে চারটি পয়েন্ট সেট করা যাক, প্রতিটিতে প্রায় 50 থেকে 70 জন শিক্ষার্থী থাকবে। আর আমরা প্রত্যেকে সেই একটি করে ক্লাস পয়েন্ট পরিচালনা করব।
পরে যখন সপন গ্রামবাসীদের জড়ো করলেন-
দেয়াল রঙ করা এবং সেগুলিকে ব্ল্যাকবোর্ডে পরিণত করার জন্য আমাদের আপনাদের সাহায্য প্রয়োজন।
আমরা আমাদের শিশুদের শিক্ষায় সহযোগিতা করতে এখানে এসেছি।.
কাদামাটি, গোবর, ছাই এবং ভাতের মাড় দিয়ে ব্ল্যাকবোর্ড তৈরি করা হল। শীঘ্রই -
আমাদের কি চক এবং ডাস্টারের দরকার নেই?
চলো আমরা নিজেরা সেগুলি বানাই। বসার জন্য একটি মাদুরও লাগবে; মেঝে খুবই অমসৃণ।
দেয়াল ও বৈদ্যুতিক খুঁটিগুলিতে হিন্দি, ইংরেজি ও সাঁওতালি অক্ষর ও শব্দ দিয়ে রং করা হচ্ছিল।
আমাদের সমগ্র গ্রাম এখন একটি স্কুলে রূপান্তরিত হয়ে গেছে!
চলো দেয়ালে বর্ণমালার অক্ষর আঁকা যাক।
শিশুরা আঁকা দেয়াল থেকে পড়াশোনা করতে শুরু করে।
দেয়ালে আমার করা অঙ্কটা দেখো!
এখানে পড়তে আমার খুব ভালো লাগে। খেলতে খেলতে শিখতে পারি।

*গ্রামীণ শিশু যত্ন কেন্দ্র

জাভেদ আহমেদ তাক

* বিজ্ঞানে স্নাতক

^ কাশ্মীরের একটি শহর

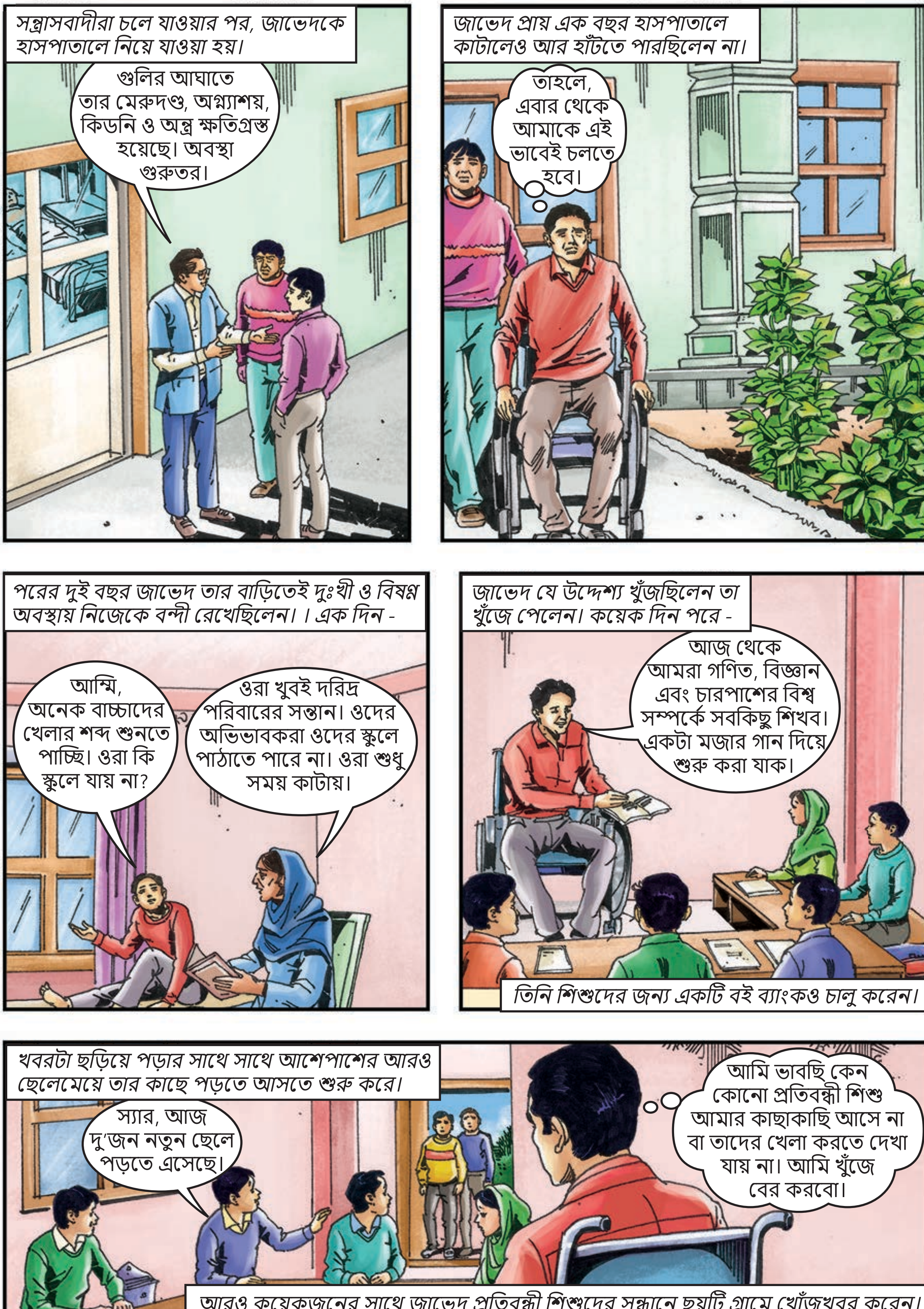
সন্ত্রাসবাদীরা চলে যাওয়ার পর, জাভেদকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।
গুলির আঘাতে তার মেরুদণ্ড, অগ্ন্যাশয়, কিডনি ও অন্ত্র ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। অবস্থা গুরুতর।
জাভেদ প্রায় এক বছর হাসপাতালে কাটালেও আর হাঁটতে পারছিলেন না।
তাহলে, এবার থেকে আমাকে এই ভাবেই চলতে হবে।
পরের দুই বছর জাভেদ তার বাড়িতেই দুঃখী ও বিষণ্ণ অবস্থায় নিজেকে বন্দী রেখেছিলেন। । এক দিন -
আম্মি, অনেক বাচ্চাদের খেলার শব্দ শুনতে পাচ্ছি। ওরা কি স্কুলে যায় না?
ওরা খুবই দরিদ্র পরিবারের সন্তান। ওদের অভিভাবকরা ওদের স্কুলে পাঠাতে পারে না। ওরা শুধু সময় কাটায়।
জাভেদ যে উদ্দেশ্য খুঁজছিলেন তা খুঁজে পেলেন। কয়েক দিন পরে -
আজ থেকে আমরা গণিত, বিজ্ঞান এবং চারপাশের বিশ্ব সম্পর্কে সবকিছু শিখব। একটা মজার গান দিয়ে শুরু করা যাক।
তিনি শিশুদের জন্য একটি বই ব্যাংকও চালু করেন।
খবরটা ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে আশেপাশের আরও ছেলেমেয়ে তার কাছে পড়তে আসতে শুরু করে।
স্যার, আজ দু'জন নতুন ছেলে পড়তে এসেছে।
আমি ভাবছি কেন কোনো প্রতিবন্ধী শিশু আমার কাছাকাছি আসে না বা তাদের খেলা করতে দেখা যায় না। আমি খুঁজে বের করবো।
আরও কয়েকজনের সাথে জাভেদ প্রতিবন্ধী শিশুদের সন্ধানে ছয়টি গ্রামে খোঁজখবর করেন।

তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে প্রতিবন্ধী শিশুরা হয় বিচ্ছিন্ন বা সম্পূর্ণ অবহেলিত।
আজ থেকে আমি আমার সমস্ত মনোযোগ এই শিশুদের দিকে নিবদ্ধ করব।

পরের কয়েক মাসে, তিনি প্রতিবন্ধী শিশুদের অনেক অভিভাবককে বোঝান এবং তাদের শেখানো শুরু করেন।
শুধু শিক্ষাই যথেষ্ট নয়। অনেক শিশুর স্বাভাবিক জীবনযাপনের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি যেমন শ্রবণযন্ত্র বা হুইলচেয়ার নেই। তাদের জন্য আমাদের আরও কিছু করতে হবে এবং তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করতে হবে।

প্রতিবন্ধী মানুষদের সমস্যা সমাধানের জন্য, জাভেদ 2003 সালে দ্য হিউম্যানিটি ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন হেল্পলাইন নামে একটি NGO* শুরু করেন।
আমাদের সংস্থা প্রতিবন্ধীদের আর্থিক, শিক্ষাগত এবং চিকিৎসা সহায়তা প্রদান করবে এবং তাদের সহায়ক ডিভাইস দিয়ে সাহায্য করবে। আমরা তাদের অধিকারের জন্য লড়াই করব এবং মানুষকে আরও সচেতন করতে কর্মসূচি চালাব।
তার প্রচেষ্টার মাধ্যমে, সংগঠনটি কাশ্মীর বিশ্ববিদ্যালয়ে রাম্প স্থাপন এবং শ্রীনগরের রাজভবনকে প্রতিবন্ধীদের বন্ধুত্বপূর্ণ করে তুলতে সফল হয়েছে।

সংগঠনটি 2008 সালে জাইবা আপা ইনস্টিটিউট অফ ইনক্লুসিভ এডুকেশন নামে একটি স্কুলও প্রতিষ্ঠা করে। এক দশকেরও বেশি সময় পরে, 100 টিরও বেশি বিভিন্ন প্রতিবন্ধী শিশু সেখানে পড়াশোনা করে।
জাভেদের কাজ সারা বিশ্ব থেকে প্রশংসা ও স্বীকৃতি পেয়েছে। 2020 সালে, তিনি সমাজে তার অবদানের জন্য মর্যাদাপূর্ণ পদ্মশ্রী পুরষ্কার পেয়েছিলেন।

*বেসরকারি সংস্থা

এম. যোগনাথন

*তামিলনাড়ুর একটি জেলা, যেটি নীলগিরি পর্বতমালার মধ্যে অবস্থিত

মারিমুথুর যখন ১৩ বছর বয়স -
তুমি কী করছ?
আমি গাছ লাগাচ্ছি। আমি আমাদের পাহাড়কে সবসময় সবুজ রাখতে সাহায্য করতে যাচ্ছি।
এটি ছিল বনায়নের জন্য নিবেদিত তার আজীবন যাত্রার সূচনা।
মারিমুথু বড় হন এবং কোয়েম্বাটোরে তামিলনাড়ু রাজ্য পরিবহন কর্পোরেশনে বাস কন্ডাক্টর হিসাবে কাজ শুরু করেন।
গাছের এই চারাটি একটি উপহার। দয়া করে এটি রোপণ করুন এবং এটির ভাল যত্ন নিন।
তার অধিকাংশ যাত্রী তার কাছ থেকে গাছপালা উপহার পেয়েছিলেন।
কিছু বছর অতিবাহিত হওয়ার সাথে সাথে মারিমুথু অনুভব করতে শুরু করেন যে শুধুমাত্র চারা বিতরণ এবং রোপণ যথেষ্ট নয়।
আমি চাই তরুণরা গাছ লাগান এবং পরিবেশের যত্ন নিন। আমি স্কুল-কলেজে এই ব্যাপারে প্রচার শুরু করতে চাই। প্রতি সোমবার আমার সাপ্তাহিক ছুটির দিনে এটি করতে পারি।
শীঘ্রই-
তোমরা প্রত্যেকে একটি করে গাছ লাগাতে পারো এবং আমরা তোমার নামে সেটার নাম রাখব। তবে কথা দিতে হবে যে, তোমরা এটিকে নিয়মিত জল দেবে এবং নিজের ভাইবোনের মতো এটির যত্ন নেবে।
দুর্দান্ত! আমার নামে একটি গাছের নাম হবে। দারুণ ব্যাপার।

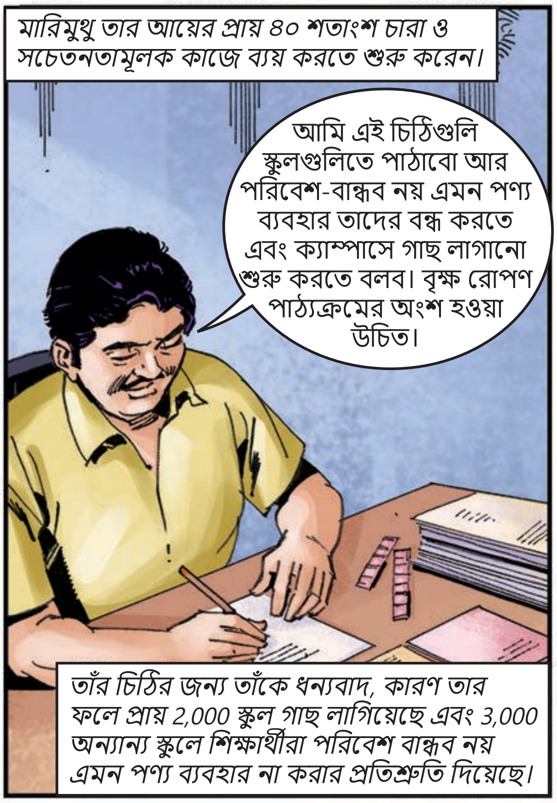

*তামিল ভাষায় পরিবেশ যোদ্ধা

মুরালি শ্রীশঙ্কর

তোমাকে এমন দুঃখী দেখাচ্ছে কেন, ইকবাল?
আমি বিজ্ঞান প্রতিযোগিতায় দুই নম্বরের জন্য পাশ করিনি। এখন আবার পরীক্ষা দেওয়ার জন্য আমাকে আরও এক বছর অপেক্ষা করতে হবে।

এটাকে সময়ের অপচয় হিসেবে দেখো না, ইকবাল। তুমি এক বছরে আরও ভাল করে প্রস্তুত হতে পারবে। শ্রীশঙ্কর নামে একজন ক্রীড়াবিদ, যিনি অসুস্থতার কারণে একটি সুযোগ হারিয়ে ছিলেন এবং কীভাবে তিনি তা থেকে ফিরেও এসেছিলেন, আমি তোমাকে সেই গল্প বলব।

1999 সালের 27শে মার্চ, কেরালার পালাক্কাদে এস মুরালি এবং কে.এস বিজিমলের ঘরে মুরালি শ্রীশঙ্করের জন্ম হয়, তারা উভয়ই ছিলেন আন্তর্জাতিক ক্রীড়াবিদ।
ওর পাগুলি দেখো - মনে হচ্ছে ওর মধ্যে একজন ক্রীড়াবিদ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে!

তাঁদের ধন্যবাদ, অ্যাথলেটিক্সের প্রতি শ্রীশঙ্করের গভীর আগ্রহ তাঁরা তৈরি করেছিলেন। যখন তিনি খুব ছোট ছিলেন -
ওর দৌড় দেখো! আমাদের ছেলের অসাধারণ সম্ভাবনা রয়েছে।
তুমি ঠিক বলেছ! তোমার ওকে তাড়াতাড়ি কোচিং করানো শুরু করা উচিত।
তার বাবার কোচিং-এর অধীনে, শ্রীশঙ্কর তার অ্যাথলেটিক দক্ষতা বাড়াতে শুরু করেন।

শীঘ্রই, শ্রীশঙ্কর অনূর্ধ্ব-10 বিভাগে রাজ্য স্তরের চ্যাম্পিয়ন হন।
এবং প্রথম স্থানে, আবারও শ্রীশঙ্কর!
2
1
3
13 বছর বয়সে, শ্রীশঙ্কর দৌড় থেকে লং জাম্পিংয়ে চলে যান।
তার বাবা, নিজে একজন প্রাক্তন আন্তর্জাতিক ট্রিপল জাম্পার, একজন কঠোর প্রশিক্ষক এবং একজন কঠোর তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন।
মনে রেখো, সোনা, আমি কখনও কখনও কঠিন হতে পারি কারণ আমি তোমার কোচ কিন্তু তোমাকে এটা অবশ্যই বিশ্বাস করতে হবে যে আমি সর্বদা তোমার সর্বোত্তম স্বার্থ রাখব।
আমি জানি, আচ্চা*।
তাঁর বাবার যত্ন এবং প্রতিশ্রুতি শ্রীশঙ্করের উন্নতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।
2018 সালের মার্চ মাসে, শ্রীশঙ্কর কমনওয়েলথ গেমসে অংশগ্রহণের জন্য প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন, এবং-
তোমার অ্যাপেন্ডিসাইটিস আছে এবং অবিলম্বে অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন।
ওহ না। তার মানে আমি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারব না।
তার অস্ত্রোপচারের পরে, শ্রীশঙ্করকে তরল খাদ্য খেয়ে থাকতে হয়েছিল, যার ফলে তাঁর ওজন হ্রাস পায় এবং দুর্বলতা দেখা দেয়।
যাইহোক, দুই মাস পরে 2018 সালে তিনি এশিয়ান জুনিয়র অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপে অংশ নেন-
এবং ভারতের মুরালি শ্রীশঙ্কর 7.47 মিটার লাফ দিয়ে ব্রোঞ্জ পদক জিতেছেন।
2018 সালের আগস্ট মাসে, তিনি জাকার্তায় 2018 এশিয়ান গেমসেও ষষ্ঠ স্থান অর্জন করেছিলেন।
2018 সালের সেপ্টেম্বরে, ভুবনেশ্বরে জাতীয় ওপেন অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপে 8.20 মিটার লাফ দিয়ে শ্রীশঙ্কর জাতীয় রেকর্ড ভেঙেছিলেন।
অভিনন্দন! এর জন্য তুমি 2019 বিশ্ব অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপে প্রথম ভারতীয় অ্যাথলিট হিসেবে যোগ্যতা অর্জন করলে!
284
শ্রীশঙ্কর চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে উঠতে না পারলেও হতাশ হননি।

*মালায়ালাম ভাষায় বাবা

*একটি বার্ষিক ইভেন্ট যা পনেরটি শীর্ষ প্রিমিয়ার আমন্ত্রণমূলক ট্র্যাক এবং ফিল্ড অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতা নিয়ে গঠিত

পুণ্যম পুনকাবনম

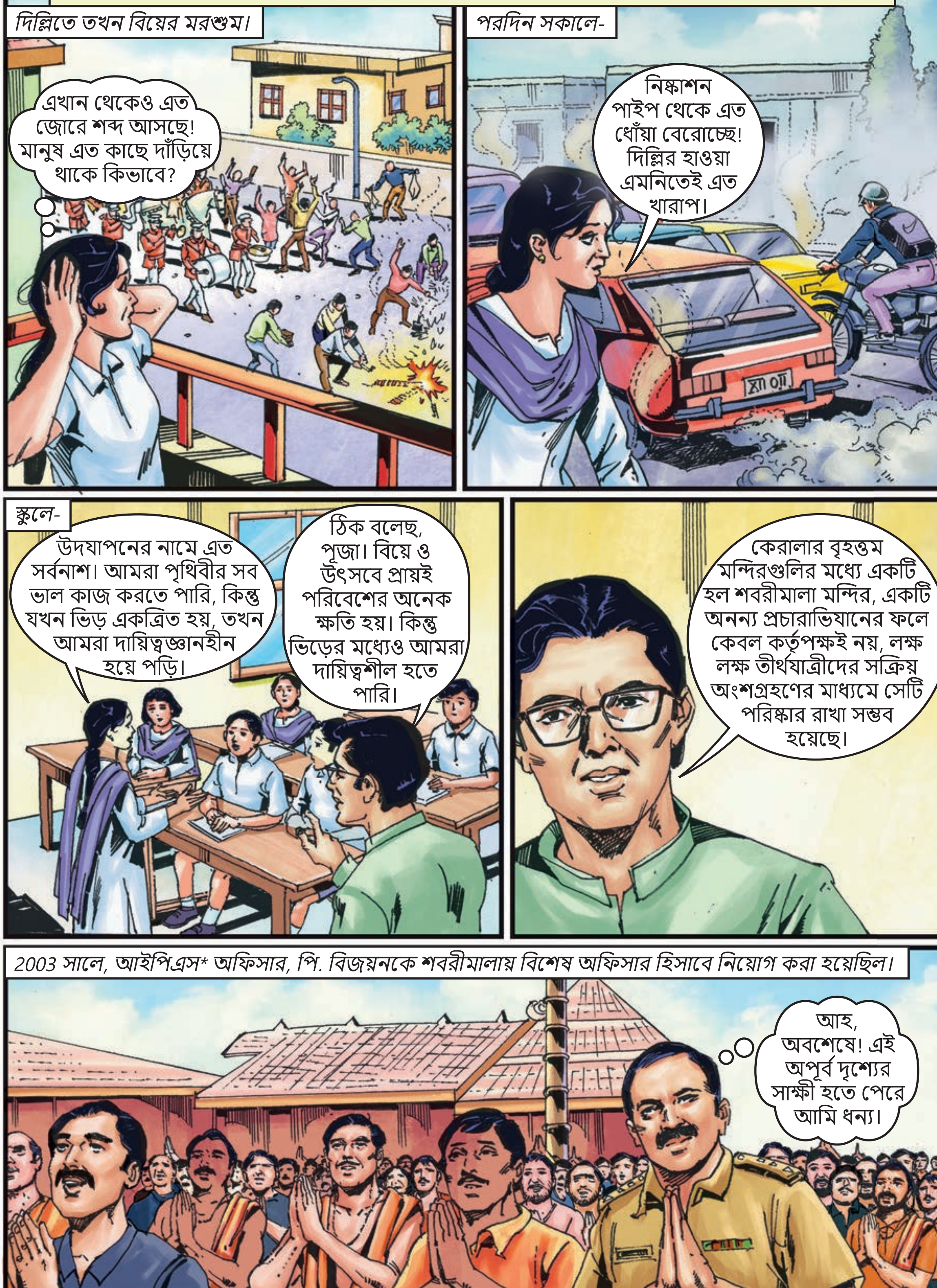

*ভারতীয় পুলিশ সার্ভিস

* শবরীমালা মন্দির পম্পা নদীর তীরে অবস্থিত।
** শবরিমালা ভগবান আয়াপ্পার ঐশ্বরিক উদ্যান

^একটি স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা দক্ষিণ ভারতে প্রায় 1,252টি মন্দির পরিচালনা করে

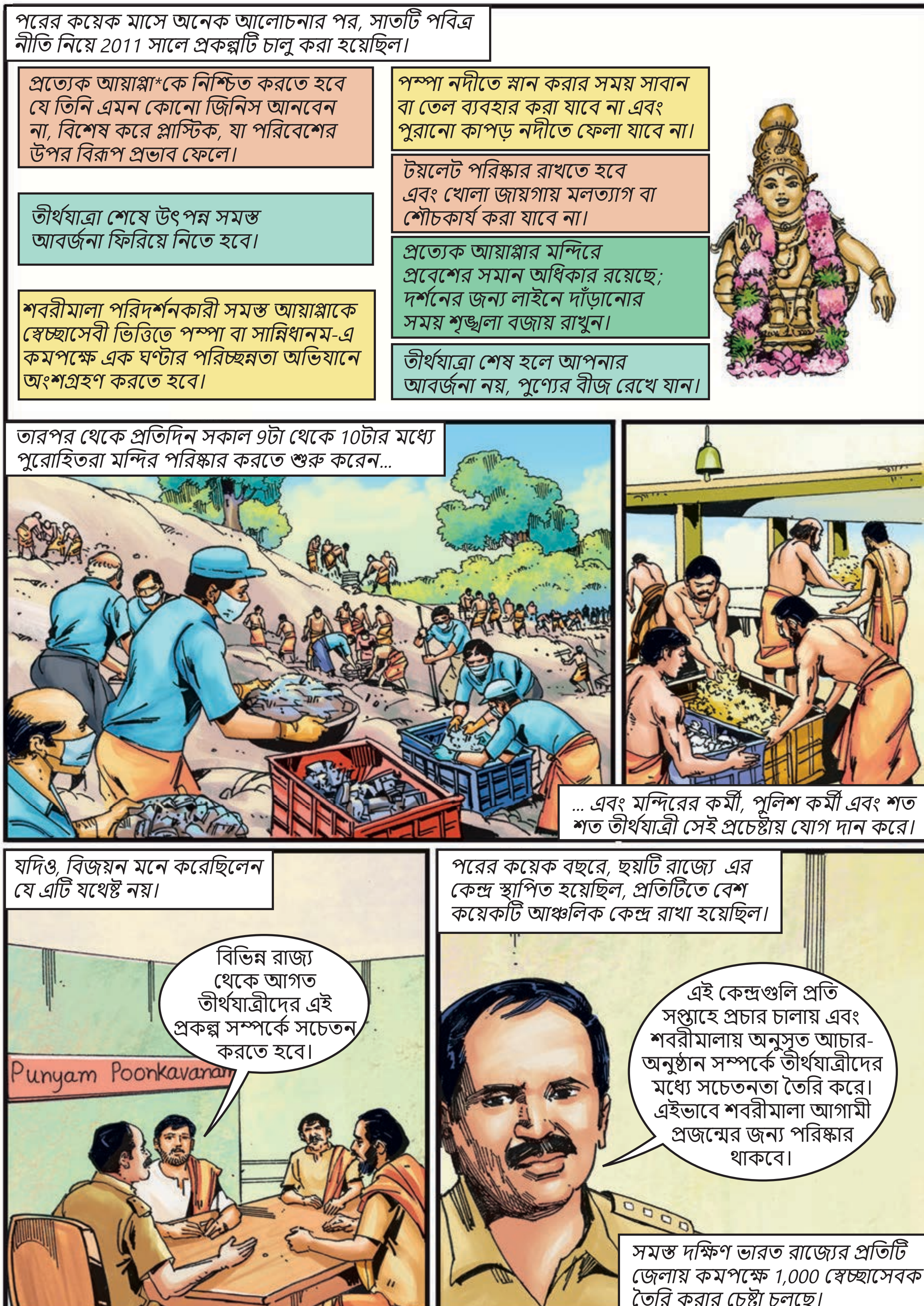

*ভক্তদেরকে দেবতার নামেও ডাকা হয়।

রাম কুমার জোশী

*হিমাচল প্রদেশে

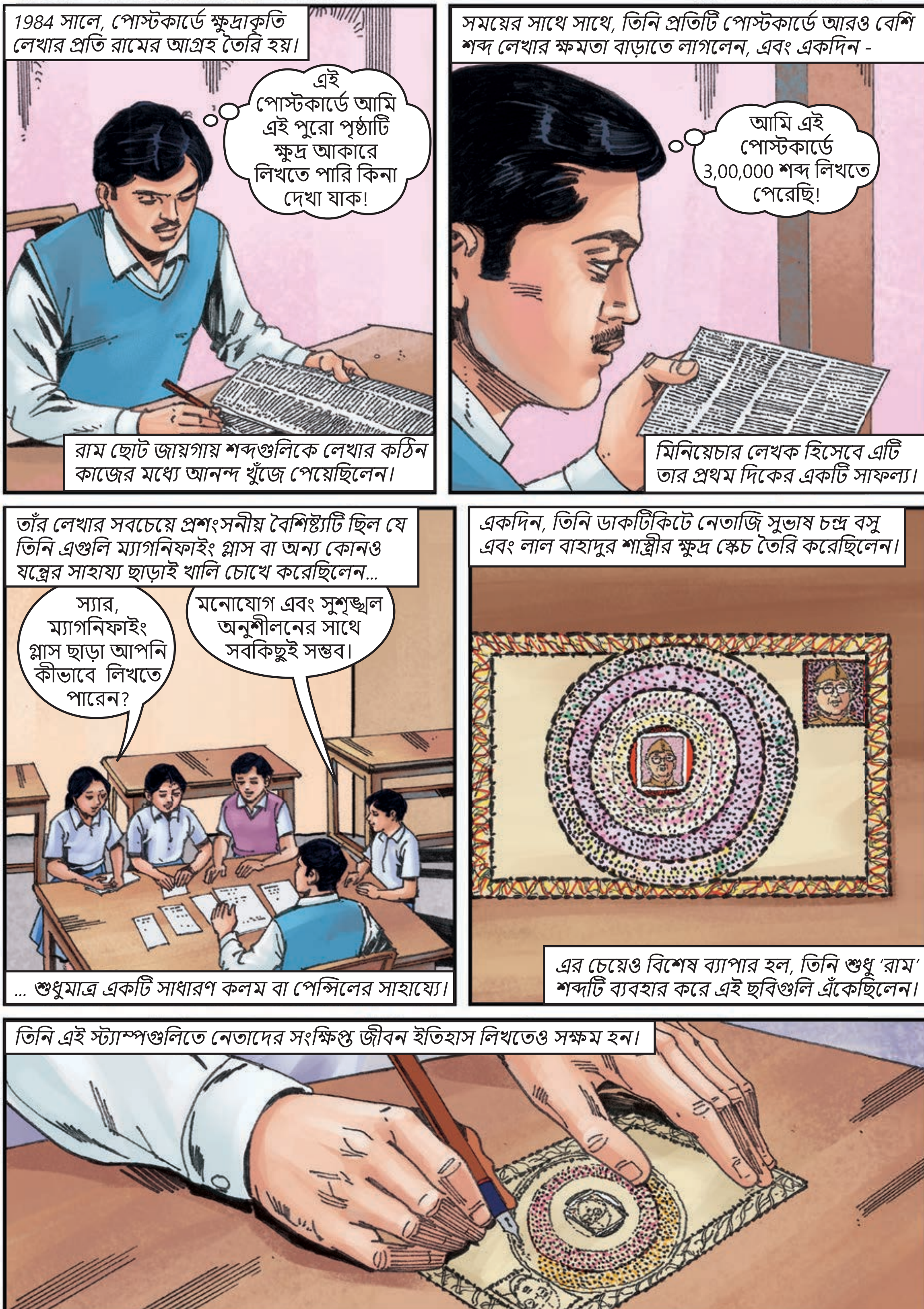
1984 সালে, পোস্টকার্ডে ক্ষুদ্রাকৃতি লেখার প্রতি রামের আগ্রহ তৈরি হয়।
এই পোস্টকার্ডে আমি এই পুরো পৃষ্ঠাটি ক্ষুদ্র আকারে লিখতে পারি কিনা দেখা যাক!
রাম ছোট জায়গায় শব্দগুলিকে লেখার কঠিন কাজের মধ্যে আনন্দ খুঁজে পেয়েছিলেন।
সময়ের সাথে সাথে, তিনি প্রতিটি পোস্টকার্ডে আরও বেশি শব্দ লেখার ক্ষমতা বাড়াতে লাগলেন, এবং একদিন -
আমি এই পোস্টকার্ডে 3,00,000 শব্দ লিখতে পেরেছি!
মিনিয়েচার লেখক হিসেবে এটি তার প্রথম দিকের একটি সাফল্য।
তাঁর লেখার সবচেয়ে প্রশংসনীয় বৈশিষ্ট্যটি ছিল যে তিনি এগুলি ম্যাগনিফাইং গ্লাস বা অন্য কোনও যন্ত্রের সাহায্য ছাড়াই খালি চোখে করেছিলেন...
স্যার, ম্যাগনিফাইং গ্লাস ছাড়া আপনি কীভাবে লিখতে পারেন?
মনোযোগ এবং সুশৃঙ্খল অনুশীলনের সাথে সবকিছুই সম্ভব।
... শুধুমাত্র একটি সাধারণ কলম বা পেন্সিলের সাহায্যে।
একদিন, তিনি ডাকটিকিটে নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু এবং লাল বাহাদুর শাস্ত্রীর ক্ষুদ্র স্কেচ তৈরি করেছিলেন।
এর চেয়েও বিশেষ ব্যাপার হল, তিনি শুধু 'রাম' শব্দটি ব্যবহার করে এই ছবিগুলি এঁকেছিলেন।
তিনি এই স্ট্যাম্পগুলিতে নেতাদের সংক্ষিপ্ত জীবন ইতিহাস লিখতেও সক্ষম হন।

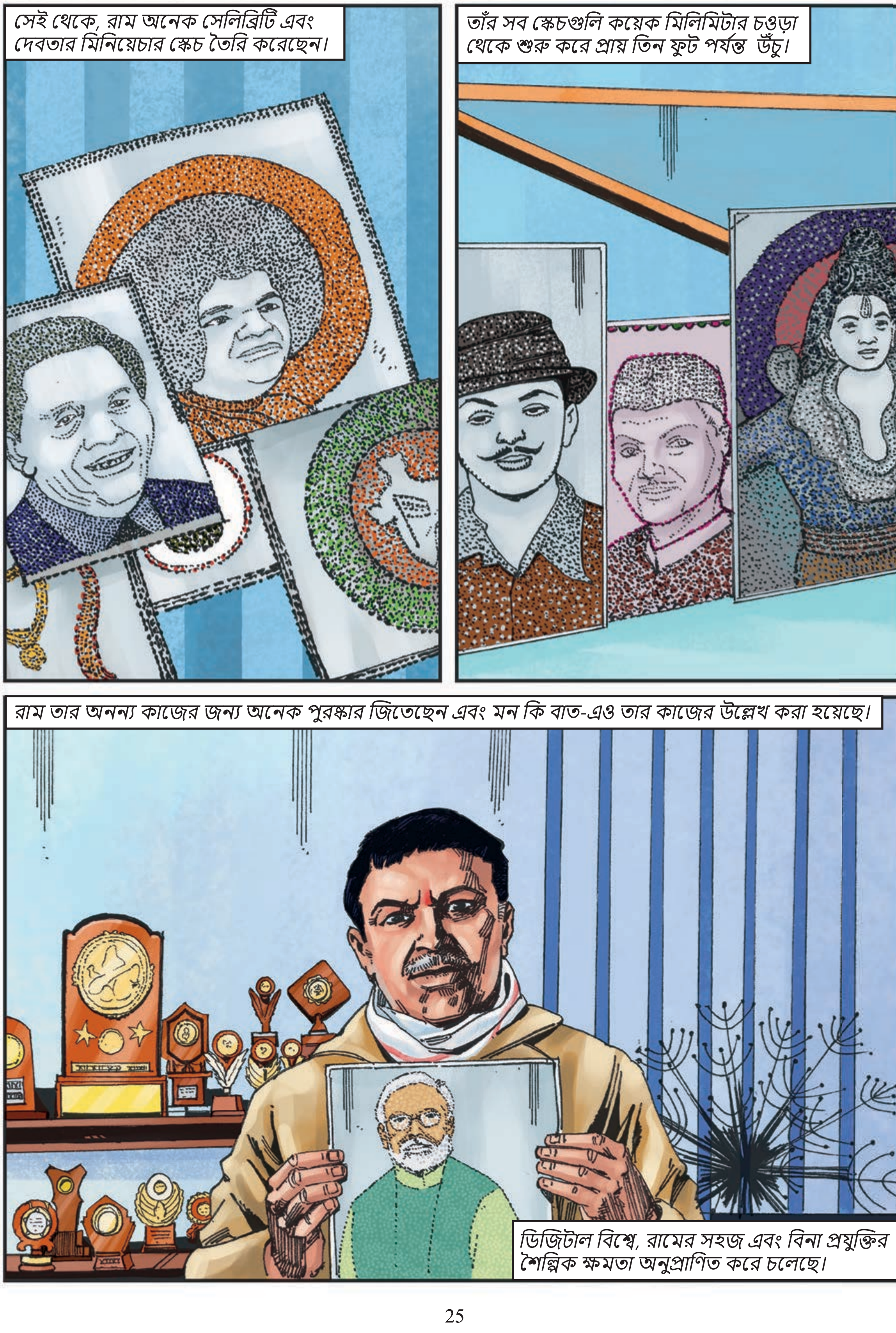
সেই থেকে, রাম অনেক সেলিব্রিটি এবং দেবতার মিনিয়েচার স্কেচ তৈরি করেছেন।
তাঁর সব স্কেচগুলি কয়েক মিলিমিটার চওড়া থেকে শুরু করে প্রায় তিন ফুট পর্যন্ত উঁচু।
রাম তার অনন্য কাজের জন্য অনেক পুরষ্কার জিতেছেন এবং মন কি বাত-এও তার কাজের উল্লেখ করা হয়েছে।
ডিজিটাল বিশ্বে, রামের সহজ এবং বিনা প্রযুক্তির শৈল্পিক ক্ষমতা অনুপ্রাণিত করে চলেছে।

সাইখোম সুরচন্দ্র সিং

* মণিপুরের আদিবাসী গোষ্ঠী

সেই মুহূর্তে-
অনেক আগে, রাজার কাছে কোন গুরুত্বপূর্ণ বার্তা থাকলে তিনি এই ঢোলটি ব্যবহার করে সবাইকে সতর্ক করতেন।
আর এখন এটাতে খুশির সুর ও নাচের ঢোল। তাই না আপা*?
এই ব্যাপারে তুমি এতো কিছু কী করে জানলে?
আপা ও আমার বড় ভাই দীর্ঘদিন ধরে এসব ঢোল বানাচ্ছে। আমিও একদিন এগুলো বানাবো।
বছর অতিবাহিত হওয়ার সাথে সাথে সুরচন্দ্র মেইতেই পুং তৈরির শিল্প আয়ত্ত করেন। 2005 এ-
দিনরাত পরিশ্রম করলেও কারিগরের সংখ্যা কমছে। ভবিষ্যৎ আমাদের জন্য অনিশ্চিত।
অন্যদের শিল্প শেখানোর জন্য আমরা কর্মশালার আয়োজন করতে পারি। এটা ঐতিহ্য রক্ষার ব্যাপার, শুধু মাত্র ঢোল তৈরি করা নয়।
সুরচন্দ্র তার শিল্পের প্রচারের জন্য রাজ্যের রাজধানী ইম্ফলে চলে আসেন।
এই ঢোল আমাদের নাচের প্রাণ! আমরা সেটা ভুলতে দিতে পারি না। আপনি কি কখনও এই ঐতিহ্যবাহী ঢোল তৈরি হতে দেখেছেন?
অন্যদের শেখানোর সময় তিনি ঢোল বানাতে থাকেন।
2019 সালে, সাইখোম সুরচন্দ্র সিং ওস্তাদ বিসমিল্লাহ খান যুব পুরস্কারের জন্য নির্বাচিত হন।
আমরা মেইতেই পুং এর সাংস্কৃতিক তাৎপর্য স্বীকার করি। আপনার কাজ খুবই মূল্যবান।
এই পুরস্কার শুধু আমার একার জন্য নয়, সমস্ত ঐতিহ্যবাহী ঢোল নির্মাতাদের জন্য! একসাথে, আমরা আমাদের ঐতিহ্যকে বাঁচিয়ে রাখব।

*ঠাকুরদা

সন্তোষ সিং নেগি

*উত্তরপ্রদেশের একটি শহর

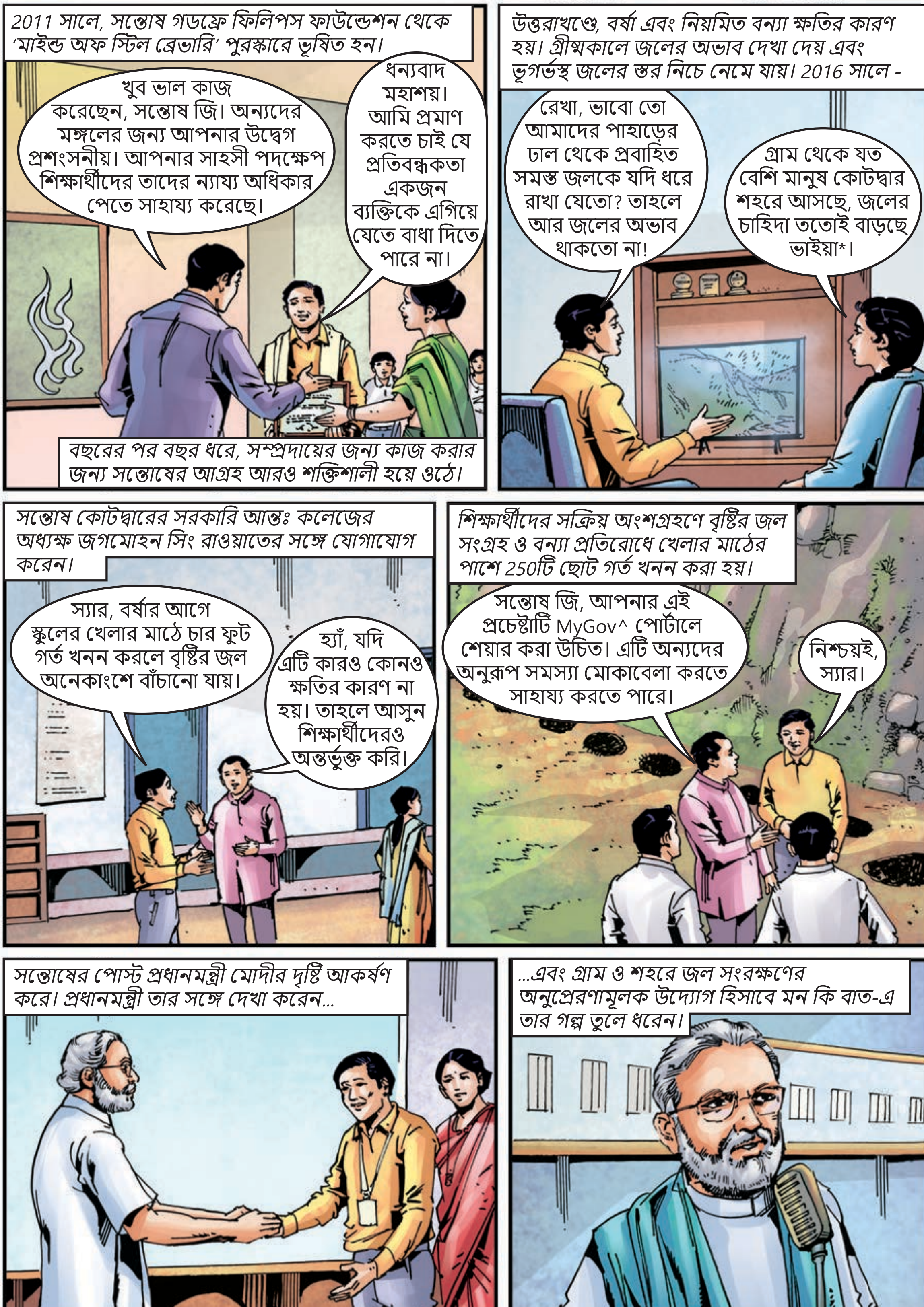

*হিন্দি ভাষায় দাদা

^সরকারের নাগরিক এনগেজমেন্ট প্ল্যাটফর্ম

ইয়ুথ ফর পরিবর্তন

*শহরের অপরিচ্ছন্ন অংশ চিহ্নিত করা, পরিষ্কার করা এবং তারপর সুন্দর করা

*দক্ষিণ এবং পশ্চিম বেঙ্গালুরু জুড়ে ছড়ানো এলাকা

^হিন্দিতে পরিবর্তন

YFP আসন্ন অভিযান সম্পর্কে কথা ছড়িয়ে দিতে Facebook এবং WhatsApp এর মতো সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে।
আরে, দেখো, পরবর্তী অভিযান 25 তারিখে আমাদের এলাকায় হচ্ছে। চলো সবাই যাওয়া যাক!
হ্যাঁ নিশ্চয়ই!

মহামারীর প্রাদুর্ভাবের পরে, YFP সমস্ত প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা সতর্কতা অবলম্বন করে তার প্রচারাভিযান অব্যাহত রেখেছিল...
...এবং সুবিধাবঞ্চিত নাগরিকদের মাস্ক, সাবান, স্যানিটাইজার এবং থার্মাল বন্দুক থার্মোমিটার সরবরাহ করার জন্য একটি টাস্কফোর্স তৈরি করেছিল।

2014 সাল থেকে, YFP 400 টিরও বেশি সৌন্দর্যায়ন প্রচারাভিযান পরিচালনা করেছে, এবং রক্তদান অভিযান এবং ট্রাফিক সচেতনতা প্রচারের মতো অন্যান্য উদ্যোগও সংগঠিত করেছে।
আমার অনুপ্রেরণার সবচেয়ে বড় উৎস হল আমার স্বেচ্ছাসেবকরা - তারা তাদের বেশিরভাগ রবিবার অর্থপূর্ণ উপায়ে পরিবেশে অবদান রাখার জন্য ব্যয় করে।
YFP সুবিধাবঞ্চিতদের স্বাস্থ্যসেবা এবং শিক্ষা পরিষেবা প্রদান করে।

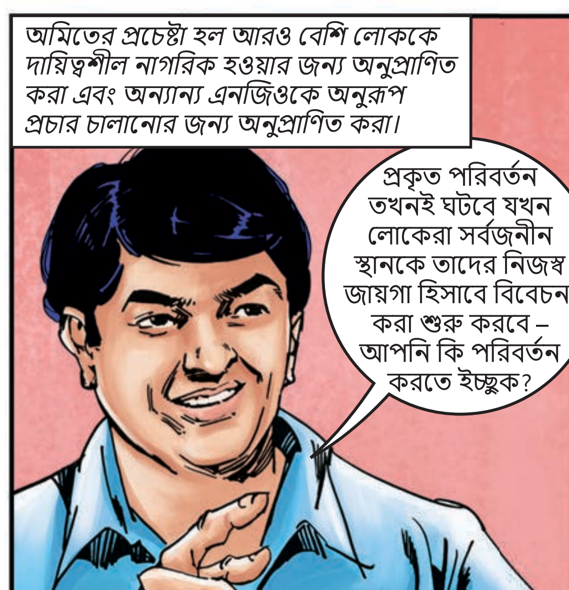
অমিতের প্রচেষ্টা হল আরও বেশি লোককে দায়িত্বশীল নাগরিক হওয়ার জন্য অনুপ্রাণিত করা এবং অন্যান্য এনজিওকে অনুরূপ প্রচার চালানোর জন্য অনুপ্রাণিত করা।
প্রকৃত পরিবর্তন তখনই ঘটবে যখন লোকেরা সর্বজনীন স্থানকে তাদের নিজস্ব জায়গা হিসাবে বিবেচনা করা শুরু করবে – আপনি কি পরিবর্তন করতে ইচ্ছুক?

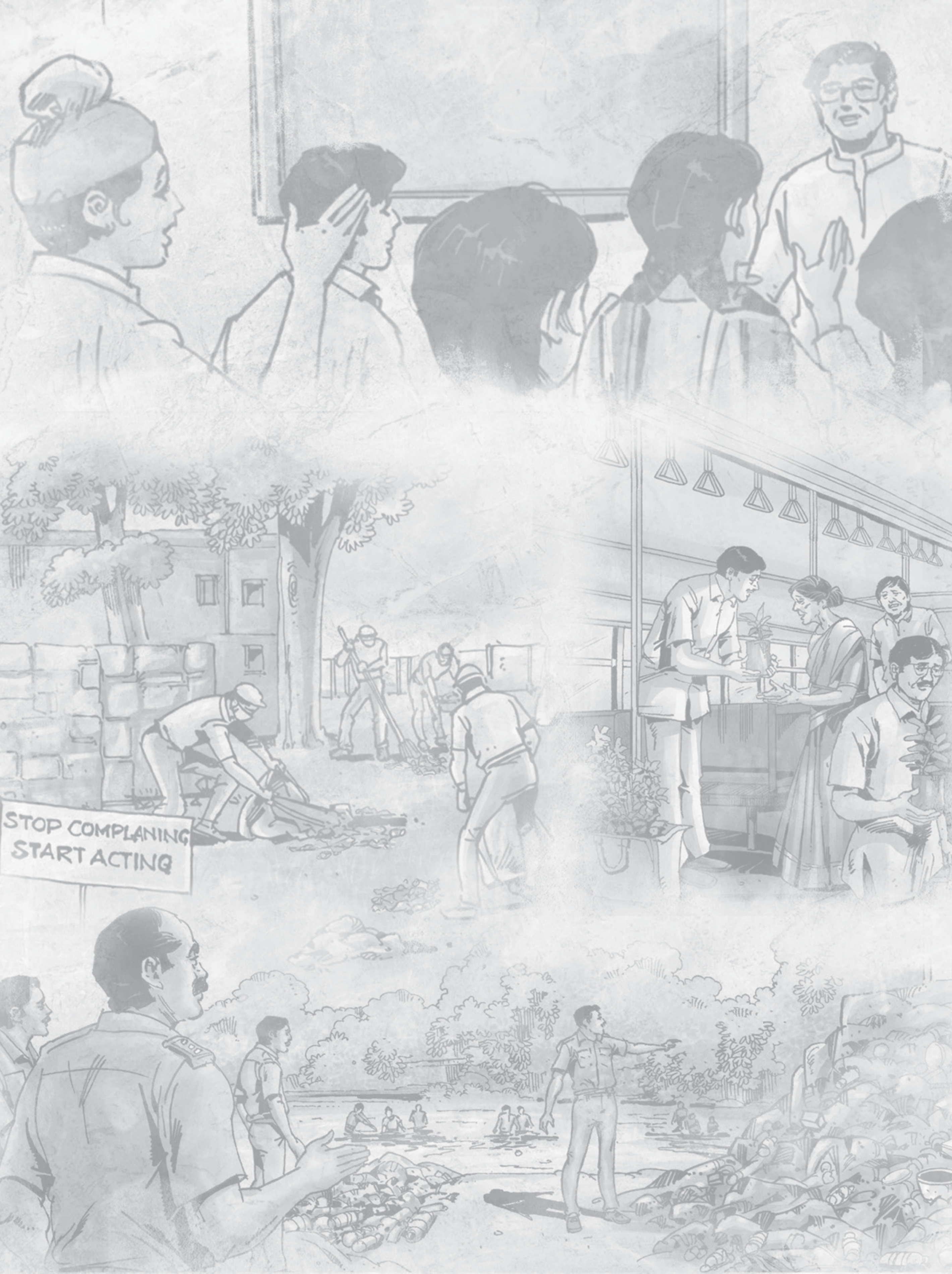
STOP COMPLANING
START ACTING

मन की बात 100
MANN KI BAAT 100

মন কি বাত

অধ্যায়-12

শেখার জন্য সীমাহীন উৎসের এই সময়ে, বেশিরভাগ প্রশ্নের উত্তর সহজেই পাওয়া যাবে। তবে বেশিরভাগ মানুষ তাদের চারপাশের সমস্যা সমাধানের জন্য এই তথ্য ব্যবহার করেন না।

মন কি বাত-এর দ্বাদশ খণ্ডে এমন লোকদের গল্প বলা হয়েছে যারা তাদের জ্ঞান এবং প্রচেষ্টাকে ফলাফলে রূপান্তর করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিল।

জাভেদ আহমেদ তাক, যিনি নিজে প্রতিবন্ধী হওয়ার পরে প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক স্কুল শুরু করেছিলেন, একজন শিক্ষক সন্তোষ সিং নেগি, যিনি বৃষ্টির জল সংগ্রহের জ্ঞান ব্যবহার করেছিলেন জলের ঘাটতি সমস্যাগুলি সমাধান করতে এবং বন্যা প্রতিরোধে, বাস কন্ডাক্টর এম যোগনাথন তার সময় এবং অর্থ ব্যবহার করা থেকে শুরু করে হাজার হাজার গাছ লাগানো এবং শ্রেণীকক্ষে পরিবেশ সংরক্ষণ শেখানো পর্যন্ত কাজ করেছেন। এই সমস্ত মানুষগুলি তাদের অভিজ্ঞতা এবং জ্ঞানকে সফল করতে এবং তাদের চারপাশের বিশ্বকে সাহায্য করার জন্য ব্যবহার করেছেন।

₹99
www.amarchitrakatha.com
ISBN 978-93-6127-270-7
9 789361 272707